Cosmo School

Class: 6

Science of Living Date: 21-09-2020
Monday

*****এসাইনমেন্ট লেখার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা**

*****লেখার আগে অবশ্যই ভালোভাবে টপিকটি পড়তে হবে। এরপর প্রশ্ন পড়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। পয়েন্টে ব্যাখ্যা মানে পয়েন্ট লিখে তা বুঝিয়ে লিখতে হবে। শুধু পয়েন্টে লেখা থাকলে তা পয়েন্ট আকারে লিখলেই হবে।*****

না-পাহারার পরীক্ষা

লেখকঃ শঙ্খ ঘোষ

পরীক্ষা দিতে তোমাদের একেবারেই ভালো লাগে না তো? না কি লাগে? আমাদের কিন্তু লাগত না। পড়াশোনা তো ভালোই, তবে পরীক্ষার কথা ভাবলেই হাত-পা কেমন ঠান্ডা হয়ে যেত আমাদের। দুঃস্বপ্ন যেন।

অথচ, সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলে, দু-একবার এমনই হলো যে, পরীক্ষাটাও হয়ে উঠল বেশ একটা মজার ব্যাপার।

কীভাবে জানো?

প্রধানশিক্ষক একবার ক্লাসে এসে বললেনঃ একটা জিনিস কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমরা? এই যে পরীক্ষার সময়ে হলে শিক্ষকেরা ঘুরে বেড়ান গার্ড হয়ে, তোমাদের পক্ষে এটা খুব লজ্জার কথা নয়?

লজ্জা? লজ্জা কেন? প্রধানশিক্ষক কি ভয়টাকেই ভুল করে লজ্জা বলছেন? খসখস করে লিখে চলেছে সবাই খাতার পাতায়, আর শিক্ষকেরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরীক্ষার হলে, কিংবা বসে আছেন চেয়ারে, আর মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছেন কোনো কথা না – ভাবলেই বেশ ভয় হয় না? মাঝে মাঝে মনে হয় ওখান থেকেই তো আসছে কথা না, আমরা আর করছি কতটুকু? কিন্তু সেকথা সাহস করে আর বলে কে! ঘাড় নিচু করে লিখতে লিখতে হয়ত টের পাচ্ছি যে ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন একজন, পড়ে যাচ্ছেন আমার লেখা, তখন কি লিখতে আর কলম সরে? নাঃ, লজ্জার কথা মনে হয়নি কখনো। শিক্ষকেরা পাহারাদার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরীক্ষার হলে, এ ছবিটা ভাবলে কেবল ভয়েরই কথা মনে হতো আমাদের।

কিন্তু প্রধানশিক্ষকই আমাদের বোঝালেন যে ভয় নয়, এর মধ্যে আছে একটা লজ্জা। 'কেন তোমাদের পাহারা দিতে হবে? হলে যদি কেউ না থাকে তাহলেই কি তোমরা এর ওর দেখে লিখবে? বই খুলে লিখবে? শিক্ষকেরা কি কেবল সেইটা ঠেকানোর জন্য বসে থাকবেন হলে পুলিশ হয়ে? পরীক্ষার হল কি তবে একটা চোরপুলিশের খেলা? দেখো তো ভেবে? তোমাদের কি এইটুকুও বিশ্বাসে করা যাবে না? শুধু সন্দেহই করতে হবে?'

এরকম করে ভাবিনি বটে আগে। কিন্তু এও তো সত্যি যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নানারকম ফন্দি করেই পরীক্ষা দিতে চাইত। টুকরা টুকরা কাগজ বের করত পকেট বা জামার হাতা থেকে, ঝুঁকে পড়ত এর ওর খাতায়। সেসব ঠেকানোর জন্যই তো ঘুরে বেড়াতে হতো শিক্ষকদের।

প্রধানশিক্ষক বললেনঃ 'তাই ঠিক করছি যে তোমাদের পরীক্ষার হলে পাহারার জন্য পাঠাব না আর কাউকে। খাতা আর প্রশ্ন দিয়ে চলে যাবেন শিক্ষক, হলের দরজা বন্ধ করে নিজেরাই লিখবে তোমরা, লেখা শেষ হলে জমা দিয়ে যাবে খাতা।'

বিহ্বল একটি ছেলে বলে উঠল হঠাৎঃ 'কিন্তু কেউ যদি নকল করে সত্যি সত্যি?'

'কেন করবে? আর যদিই বা করে, তাকে কি ভয় দেখিয়ে ঠেকাতে হবে? যদি ধরো তোমাদের ভার তোমাদেরই উপর ছেড়ে দিতে চাই, নেবে না সে-ভার? কাজটা যে ভালো নয়, এটা যদি তোমরা বুঝতে পার, সে-কাজ নিশ্চয় নিজে থেকেই বন্ধ করবে তোমরা? আর, ভালো নয় বুঝেও কাজটা যদি করে কেউ, তাহলে সে তা করবে। পুলিশি করে ঠেকাতে চাই না তো। কী, রাজি তো সবাই? নিজের ভার নিজে নিতে?'

কী আশ্চর্য, আমরা কেন রাজি থাকব না? হলে থাকবে না কেউ আর আমরা দেব পরীক্ষা, আমাদের এতে অরাজি হবার তো কথাই ওঠে না মোটে। কিন্তু শিক্ষকেরা রাজি হবেন তো?

ফুর্তির একটা ঢেউ উঠল গোটা স্কুল জুড়ে। ইনভিজিলেটর থাকবে না কেউ, পরীক্ষা দেব নিজেরা নিজেরা! আঃ, ভারী একটা নতুনরকমের কান্ড হবে!

তারপর একদিন এসে গেল সেই পরীক্ষা। ভিন্নরকমের একটা উত্তেজনা হচ্ছে আমাদের। আমাদের বিশ্বাসে করা হচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, সেই বিশ্বাসের সেই দায়িত্বের একটা মর্যাদা দিতে হবে- অন্য শিক্ষকেরাও কদিন ধরে বুঝিয়ে বলছেন সেই কথা। মর্যাদা দেবারই ভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে বসেছি আমরা, খাতা দিয়ে প্রশ্ন দিয়ে চলে গেছেন শিক্ষক, কলম খুলে শুরু করেছি লেখা।

স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে যে ছেলেটি, সবচেয়ে না-পড়ুয়া, দুষ্টুবুদ্ধিতে ভরাট, ধরা যাক 'হৃদয়' তার নাম, সে বসেছে একেবারে পিছনের বেঞ্চে। তার বসা দেখে সবাই বুঝে নিয়েছে যে নিরিবিলি আপনমনে তার নকল করা আজ ঠেকাতে পারবে না কেউ। কিন্তু প্রধানশিক্ষক তো বলেই দিয়েছেন যে চানও না তিনি ঠেকাতে, নকল যদি কেউ করতে চায় তো করুক, সে তার নিজের দায়িত্ব। তাই ও নিয়ে আর ভাবছিলাম না আমরা। আত্মমর্যাদায় গরীয়ান হয়ে লিখে যাচ্ছিলাম সবাই।

কেটে গেছে বেশ খানিকটা সময়। হঠাৎ চমকে উঠি পিছন থেকে একটা তর্জন শুনেঃ 'অ্যাই, ঘাড় ঘোরাচ্ছিস কেন? লিখে যা নিজের মতো। ইঃ, ঘাড় ঘোরাচ্ছে!'

সবাই একসঙ্গে পিছন ফিরে দেখি, কথাটা বলছে হৃদয়। বলছেঃ 'ভেবেছিস তোদের দেখবার কেউ নেই? আমি আছি। আমি তো আর লিখতে পারব না কিছু, পড়ে তো আসিনি, তাই আমিই তোদের দেখব। লেখ মন দিয়ে-'

ঘাড় যে ঘোরাচ্ছিল তার কোনো অভিসন্ধি ছিল না, একটু হেসে সে আবার শুরু করল লেখা, শুরু করলাম আমরাও। ঘন্টা পড়ে গেলে সকলের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও জমা দিল তার ফাঁকা খাতা, সেই শূন্য খাতাই সেদিন যেন হয়ে উঠল প্রধানশিক্ষকের মস্ত এক জয়তিলক, আমাদেরও।

না বললেও চলে, বুঝতেই পারছ, সেই ছোট্ট পরীক্ষাটাতে পাশ করেনি হৃদয়। কিন্তু, অল্প কিছুদিন পড়াশোনা করে, বেশ ভালোভাবেই সে টপকে গেল স্কুলের শেষ পরীক্ষা। আমাদের সেই শেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল অন্য এক শহরে গিয়ে, নাটোরে। পরীক্ষায় পাহারা দিতে দিতে সেখানকার শিক্ষকপ্রহরীরা যখন বলেছিলেন, 'এ-হলে তো না থাকলেও চলে দেখি, এরা তো মুখও তোলে না',

স্কুলের শিক্ষার্থীরা তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল মর্যাদাভরা খুশিতে, সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলের ছোট্ট একটা মর্যাদায়।

এসাইনমেন্টঃ

১। ক) নিজের দায়িত্ব বলতে কী বুঝ?

খ) পরীক্ষার হলে নিজের দায়িত্ব নিজে নিলে নিজের মর্যাদা বাড়ে কীভাবে ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

২। ক) হৃদয় দুষ্টুমিতে সেরা হলেও পরীক্ষার হলে সুযোগ থাকার পরও নকল করার মত দুষ্টুমি করল না কেন?

খ) নকল যদি কেউ করতে চায় তো করুক, সে তার নিজের দায়িত্ব- প্রধানশিক্ষক একথা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছেন ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

৩। "যখন কেউ আমাকে দেখছে না, তখন আমি যে কাজ করি তার মধ্যেই আমার আসল চরিত্র প্রকাশ পায়।"– বাক্যটির সাথে উপরের গল্পটির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা কর।

এসাইনমেন্ট আগামী ২৪-০৯-২০২০ বৃহস্পতিবারের মধ্যে samia.cosmo20@gmail.com এ মেইল করে দিবে।